বাজেটে আয়কর বিষয়ক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সমূহ

১। কর হার হ্রাস

ক। ব্যক্তি শ্রেণির করদাতাদের কর হার হ্রাস এবং ব্যয় সক্ষমতা বৃদ্ধিতে মুজিব বর্ষের উপহার হিসেবে ব্যক্তি করদাতাদের করমুক্ত আয়সীমা বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

খ। ব্যক্তি করদাতাদের করমুক্ত আয়সীমা ২ লক্ষ ৫০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৩ লক্ষ টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

গ। ব্যক্তি করদাতাদের জন্য প্রযোজ্য সর্বনিম্ন করহার ১০% হতে হ্রাস করে ৫% করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

ঘ। ব্যক্তি করদাতাদের জন্য প্রযোজ্য সর্বোচ্চ করহার ৩০% হতে হ্রাস করে ২৫% করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

এছাড়াও নিম্নোক্ত ছকে প্রদত্ত পরিবর্তন সমূহ প্রস্তাব করা হয়েছে:

ছক-১

ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতার বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত করহার ও করধাপ			
বিদ্যমান করধাপ	বিদ্যমান করহার	প্রস্তাবিত করধাপ	প্রস্তাবিত করহার
২.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	শূন্য	৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	শূন্য
পরবর্তী ৪ লক্ষ টাকার	১০%	পরবর্তী ১ লক্ষ টাকার	৫%
পরবর্তী ৫ লক্ষ টাকার	১৫%	পরবর্তী ৩ লক্ষ টাকার	১০%
পরবর্তী ৬ লক্ষ টাকার	২০%	পরবর্তী ৪ লক্ষ টাকার	১৫%
পরবর্তী ৩০ লক্ষ টাকার	২৫%	পরবর্তী ৫ লক্ষ টাকার	২০%
অবশিষ্ট টাকার	৩০%	অবশিষ্ট টাকার	২৫%

ছক-২

করমুক্ত আয়ের সীমা		
করমুক্ত আয়ের সীমা	**বিদ্যমান (২০১৯-২০২০)**	**প্রস্তাবিত (২০২০-২০২১)**
সাধারণ করদাতা	২ লক্ষ ৫০ হাজার	৩ লক্ষ টাকা
মহিলা ও ৬৫ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের করদাতা	৩ লক্ষ	৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা
প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করদাতা	৪ লক্ষ	৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা
গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতা	৪ লক্ষ ২৫ হাজার	৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা
কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের ক্ষেত্রে এরূপ প্রত্যেক সন্তান/পোষ্যের জন্য করমুক্ত সীমা ৫০,০০০/- টাকা বেশী।		

২। কোম্পানি করহার হ্রাস

ক। পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এরূপ কোম্পানির করহার ৩৫ শতাংশ হতে কমিয়ে ৩২.৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

খ। অন্যান্য করদাতাদের জন্য প্রযোজ্য করহার এবং সারচার্জ অপরিবর্তিত রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৩। উৎসে করহার হ্রাস

ক। **স্থানীয় সরবরাহ পর্যায়ে উৎস কর হ্রাস:**

১। চাউল, গম, আলু, পেঁয়াজ, রসুনসহ ২৬ ধরনের পণ্য সরবরাহকালে উৎসে সর্বোচ্চ ৫% কর আদায় এর পরিবর্তে ২% করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

২। স্ক্রাপ সরবরাহে উৎসে সর্বোচ্চ ৫% কর আদায় এর পরিবর্তে ০.৫% করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

খ। **আমদানি পর্যায়ে উৎস কর হ্রাস:**

১। রসুন এবং চিনির অগ্রিম করহার ৫% থেকে কমিয়ে ২% করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

২। পোল্ট্রি শিল্পের কাঁচামাল **ভুট্টার করহার ৫% থেকে কমিয়ে ২% করার প্রস্তাব করা হয়েছে।**

৩। ইস্পাত শিল্পের কাঁচামাল Ferro alloys **এর করহার ৫% থেকে কমিয়ে ৩% করার প্রস্তাব করা হয়েছে।**

৪। রপ্তানি খাতের করহার হ্রাস ও প্রণোদনা

ক। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তৈরী পোশাক খাতের জন্য প্রযোজ্য করহার গ্রীণ কারখানার জন্য ১০% এবং অন্যান্যদের জন্য ১২% পরবর্তী দুই বছর অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

খ। রপ্তানি পর্যায়ে উৎসে কর কর্তনের হার অধ্যাদেশে ১% এর পরিবর্তে ০.৫০% করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৫। প্রাইভেট গাড়ির অগ্রিম আয়কর যৌক্তিকীকরণ

নিম্নোক্ত ছক মোতাবেক প্রাইভেট গাড়ির অগ্রিম আয়কর যৌক্তিকীকরণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে-

ক্রঃ নঃ	গাড়ির ধরণ এবং ইঞ্জিন ক্ষমতা	বিদ্যমান করের পরিমাণ (টাকায়)	প্রস্তাবিত করের পরিমাণ (টাকায়)
১.	১৫০০ সিসি পর্যন্ত প্রতিটি মোটরকার বা জিপের জন্য	১৫,০০০/-	২৫,০০০/-
২.	১৫০০ সিসির অধিক কিন্তু ২০০০ সিসি পর্যন্ত প্রতিটি মোটরকার বা জিপের জন্য	৩০,০০০/-	৫০,০০০/-
৩.	২০০০ সিসির অধিক কিন্তু ২৫০০ সিসি পর্যন্ত প্রতিটি মোটরকার বা জিপের জন্য	৫০,০০০/-	৭৫,০০০/-
৪.	২৫০০ সিসির অধিক কিন্তু ৩০০০ সিসি পর্যন্ত প্রতিটি মোটরকার বা জিপের জন্য	৭৫,০০০/-	১,০০,০০০/-
৫.	৩০০০ সিসির অধিক কিন্তু ৩৫০০ সিসি পর্যন্ত প্রতিটি মোটরকার বা জিপের জন্য	১,০০,০০০/-	১,২৫,০০০/-
৬.	৩৫০০ সিসির অধিক প্রতিটি মোটরকার বা জিপের জন্য	১,২৫,০০০/-	২,০০,০০০/-
৭.	মাইক্রোবাস	২০,০০০/-	৩০,০০০/-

৬। কর পরিশোধ সহজীকরণ ও নেট সম্প্রসারণ

ক। প্রান্তিক করদাতাদের জন্য এক পৃষ্ঠার একটি রিটার্ন চালু করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

খ। অনলাইনে রিটার্ন দাখিল উৎসাহিত করতে নতুন করদাতাদের জন্য বিদ্যমান কর রেয়াতের অতিরিক্ত ২০০০ টাকা রেয়াত দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে ।

গ। অনলাইন স্পেস ব্যবহারকারী কর্তৃক shared economy হতে আয়প্রাপ্তদের টিআইএন গ্রহণে বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

ঘ। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের টিআইএন গ্রহণে বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

ঙ। কিছু ক্ষেত্র ব্যতীত সকল টিআইএনধারীদের আয়কর রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৭। অর্থনীতিতে অর্থ প্রবাহ বৃদ্ধি ও গতি সঞ্চার

ক। পুঁজিবাজার শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ১০% হারে কর পরিশোধ এবং ন্যূনতম তিন বছরের মধ্যে বিনিয়োগ প্রত্যাহার না করার শর্তে অপ্রদর্শিত অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বিনিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে।

খ। বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে অপ্রদর্শিত সম্পদের প্রদর্শনের সুযোগ দান।

i. অস্থাবর সম্পদের ক্ষেত্রে কর হার ১০%; এবং
ii. স্থাবর সম্পত্তির জন্য হ্রাসকৃত করহার করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

গ। এ ধরনের বিনিয়োগ হলে কোন কর্তৃপক্ষের বিনিয়োগের উৎস নিয়ে প্রশ্ন করার এখতিয়ার থাকবে না বলে প্রস্তাব করা হয়েছে।

৮। টেকসই বন্ড মার্কেট বিকাশে নীতি সহায়তা

ক। বন্ড/সুকুক লেনদেনে ***মোট মূল্যের পরিবর্তে*** প্রতি লেনদেনের জন্য নির্ধারিত ***কমিশনের উপর ১০% হারে কর কর্তন করার প্রস্তাব করা হয়েছে।***

খ। বন্ড মার্কেট সৃষ্টি ও উন্নয়নকল্পে বন্ড/সুকুক upfront উৎসে কর সংগ্রহের পরিবর্তে ***সুদ কুপন/ডিসকাউন্ট/লাভ পরিশোধকালে*** উৎসে কর সংগ্রহ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৯। কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগে নীতি সহায়তা

ক। বর্তমানে ২৬টি শিল্প খাতে এবং ১৯টি ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ খাতে ভৌগোলিক অবস্থান ভেদে বিভিন্ন মেয়াদে এবং হারে কর অবকাশ সুবিধা আছে।

খ। **উচ্চপ্রযুক্তি খাতে কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যমান খাত সমূহের অতিরিক্ত নিম্নোক্ত সাতটি শিল্পখাতকে কর অবকাশ সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে-**

- Electrical transformer;
- Artificial fiber or manmade fiber manufacturing;
- Automobile parts and components manufacturing;

- Automation and Robotics design, manufacturing including parts and components thereof;
- Artificial Intelligence based system design and/ or manufacturing;
- Nanotechnology based products manufacturing;
- Aircraft heavy maintenance services including parts manufacturing.

১০। অর্থ পাচার রোধ

ক। ভুয়া বিনিয়োগ দেখিয়ে এবং আন্ডার ইনভয়েসিং ও ওভার ইনভয়েসিং মাধ্যমে কর ফাঁকি ও অর্থ পাচার রোধ করার আইনী বিধান সংযোজন করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

খ। প্রস্তাবিত বিধান অনুযায়ী অন্যান্য আইনানুগ কার্যক্রমের পাশাপাশি উদ্‌ঘাটিত ভুয়া বিনিয়োগ অথবা পাচারকৃত কিংবা মানি লন্ডারিং কৃত অর্থের ৫০ শতাংশ কর আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে।

১১। বৈশ্বিক মহামারী কোভিড- ১৯ জনিত পরিপালন সমস্যা সমাধান

ক। বৈশ্বিক মহামারী কোভিড- ১৯ জনিত কারণে আইনানুগ কার্যক্রম পরিপালনে সময় বৃদ্ধি ও প্রমার্জন সংক্রান্ত বিধান সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।